বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজ

বাংলা বিভাগ

বাংলা সাম্মানিক,তৃতীয় পর্ব

বিষয় :- ঐতিহাসিক ভাষা বিজ্ঞান।

প্রভাষক - উত্তম কুমার মুখার্জী

ভাষা

'ভাষ্' ধাতুর উত্তর 'আ' প্রত্যয় যোগ করে ভাষা শব্দটি সৃষ্টি হয়েছে।

- ভাষা হল ভাবের বাহন।
- বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত অর্থ পূর্ন ধ্বনি সমষ্টি যা একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মানুষের পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের জন্য ব্যবহৃত হয়, তাই হল ভাষা।

<u>বিভিন্ন ভাষা বিঞ্জানী বিভিন্ন ভাবে ভাষার সংঞ্জা দিয়েছেন।</u>

- ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এর মতে :-"মনের ভাব প্রকাশের জন্য বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির দ্বারা নিষ্পন্ন, কোন বিশেষ জনসমাজে ব্যবহৃত, স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিত তথা বাক্যে প্রযুক্ত, শব্দ সমষ্টিকে ভাষা বলে।
- ড. সুকুমার সেন এর মতে :-”মানুষের উচ্চারিত অর্থবহ, বহুজন বোধ্য ধ্বনি সমষ্টিই ভাষা "।
- জার্মান পন্ডিত ম্যাক্সমুলার মনে করেন:-" ভাষা হল চিন্তার প্রতীক"।

ভাষার প্রয়োজনীয়তা :-

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে - "আমাদের এই শিক্ষার সহিত জীবনের সামঞ্জস্য সাধনই এখনকার দিনের সর্বপ্রধান মনোযোগের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে "।

ভাষার প্রকারভেদ

১ / কথ্যভাষা

২ /লেখ্য ভাষা বা সাহিত্যিক ভাষা

ভাষার বৈশিষ্ট্য

- মানুষের মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যম হল ভাষা।
- ভাষা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির প্রকাশ, আবার মানুষের নিজ নিজ জনগোষ্ঠীর পরম্পরাগত প্রথা।
- ভাষা ভৌগোলিক ভাবে সীমাবদ্ধ, অঞ্চল ভিত্তিক ভাবে গঠিত।
- ভাষা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত।
- সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে বিকশিত।

- ভাষার সঙ্গে বাগধ্বনি, শব্দ, অর্থ, প্রতীক ও সংকেতের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে।
- ভাষার ধ্বনি গুলি নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে অভিব্যক্ত হয়।
- ভাষার দুটি রূপ - কথ্যরূপ ও লেখ্যরূপ।
- ভাষা মানুষকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীবে পরিনত করেছে।
- ভাষা কাল ও স্থান ভেদে সতত পরিবর্তনশীল এবং গতিশীল।
- কোন ভাষার ব্যবহার উপযোগিতা কমে গেলে তা 'মৃত ভাষা' বলে চিহ্নিত হয় ।

ভাষা বংশ সমূহ

- ইন্দো-ইউরোপীয়
- দ্রাবিড়
- ভোট চীনীয়
- অস্ট্রিক
- সেমেটিক হাতিটিকে
- বান্টু
- এস্কিমো
- তুর্ক- মোঙ্গল- মাঞ্চু
- ফিন্নো- উগ্রীয়
- ককেশীয়
- উত্তর- পূর্ব সীমান্তীয় এবং
- আমেরিকার আদিম ভাষা গুলি।

অগোষ্ঠীভুক্ত প্রচলিত ভাষা গুলি হল –

ক/ কোরীয় জাপানি
খ/ আন্দামানি
গ/ পাপুয়ান
ঘ/ অস্ট্রেলিয়
ঙ/ আইবেরীয় বাস্ক ইত্যাদি।

ইন্দো ইউরোপীয় ভাষাবংশ

পূর্ব গুচ্ছ বা সতম গুচ্ছ

ইন্দো-ইরানীয়
বালতো- স্লাবিক,
আলবেনিয়া,
আর্মেনীয়।

পশ্চিম গুচ্ছ বা কেন্তুম গুচ্ছ

গ্রিক,
ইতালিক
কেলতিক
টিউশনির বা জার্মানিক
তেখোরীয়
হিত্তীয়

Jammu &
Kashmir
Himanchal Pradesh
Punjab
Uttaranchal
Haryana
Delhi
Arunachal
Pradesh
Sikkim
Rajasthan
Uttar
Pradesh
Assam
Nagaland
Bihar
Manipur
Meghalaya
Jharkhand
Gujarat
Madhya Pradesh
West
Bengal
Mizoram
Tripura
Chhattisgarh
Orrisa
Maharastra
Andhra
Pradesh
Goa
Karnataka
Tamil
Nadu
Pondicherry
Kelala

IRAN
INDIA
Chabahar
THEQUINT.COM

আর্য ভাষা

ইন্দো-ইরানীয় শাখার যে উপশাখাটি ভারতবর্ষে প্রবেশ করে, তাকেই প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা নামে অভিহিত করা হয়।

ভারতীয় আর্য ভাষার যুগ বিভাজন

প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা বা OIA (Old Indo-Aryan) 1500 B.C to 600 B.C

মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা বা MIA (Middle Indo-Aryan) 600 B.C to 900

নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা বা NIA(New Indo - Aryan) 900 খ্রিস্টাব্দ থেকে আজ পর্যন্ত।

মূল্যায়ণ

১/ পৃথিবীর মোট কতগুলি ভাষাকে ভাষা বংশের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে?

২/ পৃথিবীর ভাষা গুলিকে মোট কয়টি ভাষা পরিবারে ভাগ করা হয়েছে?

৩/ ইন্দো- ইউরোপীয় ভাষা বংশের প্রধান শাখা কয়টি?

৪/ আর্য ভাষা বলতে কি বোঝা?

৫/ 'আবেস্তা' কাদের ধর্ম গ্রন্থ?

<u>পরবর্তী পাঠ</u>

প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার বৈশিষ্ট্য।

ধন্যবাদ....